ভোরের কাগজ

তারিখ ... APR 12 1999.
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংরক্ষিত আসন

বর্তমানে কৃষি শিক্ষায় যে জোয়ার বয়ে যাচ্ছে তারই সূত্র ধরে কৃষি শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় এবং অ-উপজাতীয় শিক্ষার্থীদের অবহেলার দৃষ্টিতে দেখছে। অনেক দিন যাবৎ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের সংরক্ষিত আসন ছিল তিনটি। এই শিক্ষাবর্ষে এসেও ঐ তিনটি আসনই আছে। কিন্তু গত ২ বছর আগে শুরু হওয়া মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল মাত্র ছয়টি, অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার হচ্ছে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে এসে তা তিনগুণ আসনে রূপান্তরিত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য আসন বৃদ্ধিতে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। আমার ক্ষোভ, পার্বত্য এলাকার শিক্ষার্থীদের যারা প্রতিবছর অবহেলিত করছে তাদের ওপর। শান্তি চুক্তি হয়ে গেলো। আমরা আশা করেছিলাম, শান্তি চুক্তির বাস্তবায়নের ক্ষেত্র হিসেবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের সংরক্ষিত আসনে কয়েকটি আসন বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু কেন শান্তি চুক্তি হওয়ার পরও পার্বত্য এলাকার অবহেলিত শিক্ষার্থীদের দিকে সুনজর দেওয়া হচ্ছে না।

অবহেলার কথা আরো আছে, যে তিনজনকে পার্বত্য অঞ্চলের সংরক্ষিত আসনে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়, তারাও কিন্তু কম অবহেলার শিকার হয় না। লালফিতার ফাইলের কারণে তাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করতে হয় দীর্ঘ ৬ মাস পর। ৬ মাস পর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কারণে তারা সবার সামনে হাসির পাত্রে পরিণত হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এ সংকটের সুষ্ঠু সমাধান চাই।

মোঃ জাহেদুল আলম রুবেল
১৩৪/ই, শহীদ নাজমুল আহসান হল
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ।